দৈনিক
ইত্তেফাক

22 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দিন দিন প্রকট হইতেছে। এককালে গ্রামের বিদ্যালয় হইতে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করিয়া দেশবাসীকে চমকাইয়া দিত। কিন্তু আজকাল শহরের শিক্ষার্থীরাই অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল করিয়া থাকে। জিপিএ-ফাইভ ফলাফল সর্বত্র দেখা গেলেও, ভালো ফলাফলে শীর্ষ বিদ্যালয়গুলির হিসাব নিতে গেলে দেখা যাইবে উহাদের সকলই শহরকেন্দ্রিক। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের শীর্ষ ১০টি বিদ্যালয়ের সবগুলিই ঢাকা সিটি করপোরেশনের অন্তর্গত। শহরকেন্দ্রিক ভালো ফলাফলের কারণও স্পষ্ট। শিক্ষাসুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে রহিয়াছে বিপুল ব্যবধান।

শিক্ষাক্ষেত্রে যতটুকু বিনিয়োগ হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার বেশিরভাগই শহরে ব্যয়িত হইয়া থাকে। ফলে শহরের বিদ্যালয়গুলির অবকাঠামোগত এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা শহরেই বেশি দেখা যায়। ভালো শিক্ষকদের সকলে শহরেই ভিড় করেন। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, গ্রন্থাগার শহরের বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায়। কিন্তু গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাব রহিয়াছে, বিজ্ঞানাগার বা গ্রন্থাগার থাকাটাই আশ্চর্যের বিষয়। গ্রামের বিদ্যালয়গুলির ভালো শিক্ষকের পূর্ববর্তী প্রজন্ম বিলুপ্তপ্রায়, এখন যেই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ হয় তাহার সহিত প্রায়শই দুর্নীতির যোগাযোগ থাকে। ফলে গ্রামপর্যায়ে ভালো শিক্ষকের সংকট দেখা দিয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু শহরের পরিবারগুলিতে শিক্ষাব্যয় একেবারেই কম নহে। প্রাইভেট টিউশন, কোচিং সেন্টার, শিক্ষা উপকরণ তাহারা অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া থাকেন। বস্তুত উন্নত শিক্ষা এখন কিনিয়া লওয়ার একটি ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এই ক্রয়ক্ষমতা শহরের ধনাঢ্য বা মধ্যবিত্ত পরিবারের যতটুকু থাকে, গ্রামের গরিব পরিবারের সেই ক্ষমতা যেমন নাই, সুযোগও নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মিডিয়ামের ব্যয়বহুল শিক্ষাব্যবস্থা কেবল শহরেই মিলিয়া থাকে। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। শহরেও গরিব মানুষেরা থাকে, কিন্তু অর্থ দিয়া শিক্ষা ক্রয় করিতে তাহারা অক্ষম। এই পরিবারের সন্তানেরা পড়িতেছে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে এবং এইসকল সরকারি বিদ্যালয়গুলিরও জরাজীর্ণ অবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ধনী-গরিব ও গ্রাম-শহর ভিত্তিতে। এই বিভক্তিতে গ্রাম ও গরিব মানুষগুলি অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে।

শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হইয়া থাকে, তবে জাতির মধ্যেই শিক্ষায় বৈষম্য থাকিলে সেই মেরুদণ্ড শক্ত হইতে পারে না। গ্রামের শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতের বৃহত্তর মানবসম্পদ। উপরন্তু শহরের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। ফলে মানবসম্পদ গড়িয়া তুলিতে গ্রামকে অবহেলা করা যাইবে না। গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষায় যেই বৈষম্য উহা দূর করিতে হইবে। ক্রমশ এই বৈষম্য কমাইতে হইবে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ সোমবার বলিয়াছেন, সরকার গ্রাম ও শহরের শিক্ষার বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শ্রেণিকক্ষে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষাউপকরণ সরবরাহের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষম্য দূর করিতে এইসকল উদ্যোগ প্রয়োজনীয়, কিন্তু বৈষম্যের অন্য দিকগুলিকেও বিবেচনায় লইয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমত শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগে জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে পিছাইয়া রহিয়াছে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা টেকসই করিতে হইলে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের বিকল্প নাই। পৃথিবীর কোনো দেশই শিক্ষায় বিনিয়োগ ব্যতীত এক পর্যায় হইতে পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হইতে পারে নাই। শিক্ষায় বিনিয়োগবৃদ্ধির পর বিনিয়োগের সিংহভাগ গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহার করিতে হইবে। বিদ্যমান বৈষম্য কমাইয়া আনিবার ক্ষেত্রে ইহার বিকল্প নাই।